খণ্ড ২, সংখ্যা ২ | ভাবনগর | এপ্রিল ২০১৫
Vol. 2, No. 2 | BHABNAGAR | April 2015

হানা-রুথ টমসনের বাংলা ব্যাকরণ

নূরুননবী শান্ত

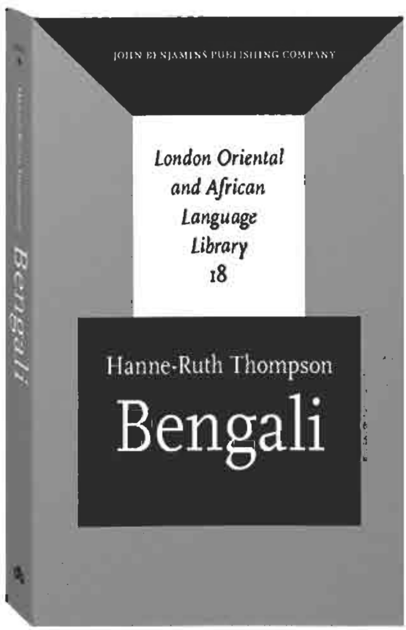

হানা-রুথ টমসনের বেঙ্গলি গ্রন্থের প্রচ্ছদ

Bangla Grammar by Hanne-Ruth Thompson

Nurunnabi Shanto

Abstract

Bengali is the outcome of Hanne-Ruth Thompson's long and intensive journey of discovery into Bangla language structures. Her research on the Bangla language reveals the multifaceted features of one of the major Oriental languages for which lives were sacrificed, creating a unique example of love for a mother tongue. Despite exploring a great number of books, old and new, on Bangla linguistics, Hanna developed a new approach to Bangla grammatical features, based on real language. She picked up living examples of the language and analysed them in detail to illuminate distinctive characteristics of Bangla. Her comparative analysis of Bangla spoken in Bangladesh and in West Bengal has brought forth a realistic, fresh and logical Bangla grammar written in English. Her intensive analysis has made this grammar current, relevant and well-matched with living Bangla language. Bengali will be very useful for foreign students wanting to learn the language, not by memorising patterns but by engaging with the living language. The book is a vital contribution towards illuminating the Bangla language all over the international platform through the London Oriental and African Language Library and it will remain indispensable for native and international researchers on the structures of Bangla.

জার্মান বংশোদ্ভূত ব্যাকরণ বিশারদ ড. হানা-রুথ টমসন দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য বাংলা ভাষার নানা ধরনের ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করে আসছেন। এই কাজ কতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রেখেছেন যে, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটি যেন আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল হয়, সেই দিকে। সেই জন্যে ড. হানার প্রবর্তিত বাংলা ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে একদিকে চিত্তাকর্ষক ও সুশোভিত, অন্যদিকে আনন্দময়।

উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই যে, ড. হানার দৃষ্টি ও শ্রুতিতে বাংলা ব্যাকরণ দুইভাবে ধরা দিয়েছে, আর তা হচ্ছে—ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় বোঝাতে সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যাবহারিক প্রসঙ্গ। অবশ্যই বাংলা ভাষার প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে ভাষার এই দ্বৈতরূপ কোনো নতুন বিষয় নয়। যেমন—উনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাল থেকেই জানা যায়—বাংলা সহিত্যের ভাষা জনগণের মুখের ভাষা থেকে ভিন্নরূপে উপস্থাপিত। এক সময় তো বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষাকে নিম্নশ্রেণির গণ্য করে তা সাহিত্য রচনার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণাও করা হয়েছিল! সাহিত্যের ভাষা করে তোলার জন্য বাংলাকে হাইব্রিড প্রমিত বাংলায় রূপান্তরিত করার সাধনা বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা একটুও কম করেননি। আজও তা অব্যাহত। ইতিমধ্যে ঢাকা ও কলকাতা মিলে তৈরিও হয়েছে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। এ বিষয়ে হানা-রুথ টমসন খুব বেশি ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বৈচিত্র্যময় বাংলা ভাষার এই হায়ারার্কিক বিন্যাস থেকে মুক্তিলাভের সময় এসেছে।

তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা হলো সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা যাকে ভালোবেসে ভাষাভাষীরা প্রাণদান করার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আজ দুনিয়াব্যাপী স্মরণ করা হয়—মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক স্মারক হিসেবে। কিন্তু বাংলা ভাষা শিক্ষার সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থা অথবা সহজ গ্রন্থ রচনার কোনো উদ্যোগ আজও তেমন করে চোখে পড়ে না। এখনও পুরোনো ভঙ্গি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বাংলা ব্যকরণ রচনার কাজ অব্যাহত। বিশেষ করে বিদেশীদের বাংলা শেখার পদ্ধতি নিয়ে তেমন কোন বই লেখার উদ্যোগ বাংলাদেশে চোখে পড়ে না।

এ রকম এক প্রেক্ষাপটে ড. হানা নিজে একজন বিদেশী হিসেবে বাংলা ভাষা শেখার সহজ কৌশল আয়ত্ত করেন এবং পরে তা অন্য বিদেশীদের জন্য কার্যকরী হতে পারে ভেবে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন শুরু করেন। প্রকাশ করেন—*এসেনশিয়াল এভরিডে বেঙ্গল* এবং

বেঙ্গলি : এ কম্প্রিহেন্সিভ গ্রামার ইত্যাদি গ্রন্থ। সেই ধারাবাহিকতা ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ লাইব্রেরি সিরিজের ১৮তম খণ্ড হিসেবে ড. হানা-র রচিত *বেঙ্গলি* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এটি মূলত ভিন্ন ভাষীদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য রচিত একটি গ্রন্থ। যেহেতু বিদেশীদের জন্য রচিত এই গ্রন্থ সেহেতু এটি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিতে রচিত হয়েছে; তবে, বাংলা ভাষার বর্ণমালা, শব্দ ও বাক্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে রোমান হরফ ও আধুনিক ট্রান্সলিটারেশন পদ্ধতি প্রয়োগে করা হয়েছে।

ড. হানা যেহেতু নিজেই একজন ভিন্নভাষী এবং তিনি নিজে বাংলা ভাষা শিখতে গিয়ে নানা ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই সব অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে তিনি বাংলাভাষা শেখার সম্পূর্ণ নতুন ও নিজস্ব এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। নিজের অন্যান্য গ্রন্থের মতো হানা বর্তমান গ্রন্থেও তা কাজে লাগিয়েছেন।

বাংলাদেশের ব্যাকরণগুলিতে যেখানে প্রায় ৮০ বছর ধরে একই উদাহরণ দেওয়া হয়ে আসছে, হানা সেখানে খুঁজে নিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন দৃষ্টান্ত—যা তিনি বাংলা ভাষা শিখতে গিয়ে রাস্তায়, দোকানে সাধারণ মানুষের মুখে বলতে শুনেছেন বা বাংলাদেশের মানুষ এখন যে ভাষা ব্যবহার করেন। কেননা, হানা জানেন যে, ভাষার জীবিত সত্তা গ্রহণ করার মাধ্যমেই ব্যাকরণ সবার জন্য বোধগম্য ও সত্যিকারের শিক্ষণীয় হতে পারে। এছাড়া, ভাষার পরিবর্তনের ধারা যদি কোন ব্যাকরণ না ধরতে পারে—তাহলে জীবিত ভাষা ও ব্যাকরণের মধ্যে সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে।

মূলত সেই দৃষ্টিতে ড. হানা-রুথ টমসনের প্রায় দুই যুগের বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কিত গবেষণা এবং বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও পৃথিবীর নানান দেশের বাংলা ভাষাভাষী ও বাংলা ভাষার শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সাথে সংলাপ-আলাপের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে লন্ডন অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ লাইব্রেরি সিরিজের ১৮তম খণ্ড হিসেবে *বেঙ্গলি* শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

ক	k	খ	kh	গ	g	ঘ	gh	ঙ	ṅ
চ	c	ছ	ch	জ	j	ঝ	jh	ঞ	ñ
ট	ṭ	ঠ	ṭh	ড ḍ	ড় ṛ	ঢ ḍh	ঢ় ṛh	ণ	ṇ
ত t	ৎ t̲	থ	th	দ	d	ধ	dh	ন	n
প	p	ফ	ph	ব	b	ভ	bh	ম	m
য	y	য়	ẏ	র	r	ল	l		
শ	ś	ষ	ṣ	স	s	হ	h		

ড. হানা-রুথ টমসনের বেঙ্গলি গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায়
বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ট্রান্সলিটারেশন দেওয়া হয়েছে এভাবে, যা এখন বিশ্বজুড়ে অনুসৃত হচ্ছে

এক

বেঙ্গলি গ্রন্থের মুখবন্ধে হানা-রুথ টমসন স্পষ্ট করে বলেছেন যে, পূর্ব ইন্দো-অ্যারিয়্যান ভাষা বাংলার একটি ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়ার লক্ষ্যে এই গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, হানা পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন—পশ্চিম যদিও ভাষা হিসেবে 'বাংলা'কে 'বেঙ্গলি' নামেই বেশি জানে, কিন্তু ভারতের অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক প্রবাল দাশ গুপ্তের মতে 'বাংলা'র ঔপনিবেশিক নাম হচ্ছে 'বেঙ্গলি'; তাই হানা তাঁর গ্রন্থে 'বাংলা' নামটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন; যদিও গ্রন্থনামে তাঁর পক্ষে 'বেঙ্গলি' নামটি বর্জন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে প্রায় সকল আলোচনা ও বিশ্লেষণে তিনি 'বাংলা' নামটি ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক নানা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। মুখবন্ধে ড. হানা জানিয়েছেন যে, বাংলা ভাষার সাথে সংযোগ বা আত্মনিয়োগ সূচিত হয়েছিল প্রায় বিশ বছর আগে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে যখন তিনি ৩ বছরের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন। তখন বাংলা ভাষার সুন্দর শব্দ, ছন্দ শব্দ তাকে মুগ্ধ করেছিল এবং সেই থেকে বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম এক প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। আর পরিণতিতে আজও তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে *বেঙ্গলি* নামের এই গ্রন্থটি।

বেঙ্গলি শীর্ষক গ্রন্থটি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ভাষা ও ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সাধু ভাষা ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনার শুরুতেই ড. হানা প্রথমেই বাংলা ভাষার উচ্চরণে ধ্বনিরীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। তারপর যথাক্রমে স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ইত্যাদি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনসহ সবিস্তারের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা বর্ণমালার পরিচিত প্রদান করেছেন এবং তার পর্যায়ক্রমিক সংকলনে মূল বাংলা বর্ণ ও তার ধ্বনিগত প্রকাশে রোমান ট্রান্সলিটারেশন প্রয়োগ করেছেন। সেই সাথে বাংলা বর্ণমালা ও ধ্বনির সংযোগে তথা সন্ধির প্রয়োগে কীভাবে শব্দ গঠিত হয় এবং শব্দ সংযোগ কীভাবে বাক্য গঠনের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয়—তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রী প্রমথ চৌধুরীর 'বর্ষা' শীর্ষক একটি রচনার সংকলন করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে শব্দ গঠনের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. হানা বাংলা ভাষার গবেষক ও লেখকদের মধ্যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের *দি অরিজিন অ্যান্ড ডিভিলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ* (১৯২৬) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাংলা ভাষা পরিচয়* শীর্ষক গ্রন্থের কথা স্মরণে রেখেই নিজের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা ভাষা প্রচলিত ফারসি ও আরবি শব্দের কিছু দৃষ্টান্ত যেমন প্রয়োগ করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষায় শব্দের গঠনে সংস্কৃতি ভাষার প্রভাবকে বিবেচনা করে দেখিয়েছেন। এছাড়া, এই অধ্যায়ের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাও অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

পঞ্চম থেকে দশম অধ্যায়ে যথাক্রমে বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব, বিশেষ অর্থের শব্দ সমষ্টি বা বাক্য, বাক্য গঠন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন

করেছেন। সবমিলিয়ে গ্রন্থটি যে সুপরিকল্পিত, সুলিখিত এবং সর্বোপরি সুসম্পাদিত তা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটির প্রকাশনা সংস্থা জন বেঞ্জামিন পাবলিশিং কোম্পানি অ্যামস্ট্রেড্যাম/ফিলাডেলফিয়া 'দি লন্ডন অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ লাইব্রেরি' শিরোনামে প্রাচ্য ও আফ্রিকান অঞ্চলের প্রধান ভাষাসমূহের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ মূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করে থাকে। এই কাজটি করা হয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ভাষা ও সংস্কৃতির শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কথা বিবেচনা করে। তাই পুরো গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষার দৃষ্টান্ত রোমান হরফে দেওয়া হয়ে থাকে; এর প্রধান কারণ হলো—ইউরোপীয় অঞ্চলের বৃহত্তর শিক্ষার্থী-গবেষকগণ যেন সহজে এ ধরনের গ্রন্থ পাঠ ও গ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই ড. হানা-রুথ টমসনের *বেঙ্গলি* শীর্ষক গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। হানার গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদনার কাজ করেছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের থিয়োদোরা বাইনন, ডেভিড সি. বেনেট এবং জাপানের কোবে বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার হাউজটন-টেক্সাসের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসাওসি শিবাটানি।

দুই

এ পর্যায়ে *বেঙ্গলি* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকায় ড. হানা-রুথ টমসন বাংলা ভাষার ইতিহাসের কথা বলতে যা বলেছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। আসলে, তিনি যথার্থই বলেছেন যে, বাঙালিরা বাংলা ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে তাঁদের গর্ববোধও আছে। এই গর্ববোধ নিছক লোক দেখানো যে নয় তার প্রমাণ ১৯৪৮ সালেই বিশ্ববাসী পেয়েছে যখন একটি জাতি ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য অতুলনীয়

ভাবনগরে সাধুসঙ্গে আলাপনরত গবেষক-লেখক ড. হানা-রুথ থমসন ও আলোচক নূরননবী শান্ত

আন্দোলন শুরু করে এবং এমনকি ১৯৫২-তে এসে প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার উদাহরণ সৃষ্টি করে। অথচ সেই বাংলা ভাষা নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী নিবিড় গবেষণার নজির তেমন একটা নেই। হানা-রুথ টমসনের কাজ বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়ায় অবশ্যই প্রভাবকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বাংলার প্রতি নিবিড় প্রেমই হানাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিয়েছে।

হানার বিশ্লেষণ দুই-একটি ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলাপ্রেমীদের মনে দ্বিধার জন্ম দিতেই পারে। কিন্তু হানা জানেন যে ভাষার চলন ব্যাকরণের সূত্রের উপর নির্ভর করে না, বরং মানুষের ব্যবহৃত ভাষার বিবর্তনের সাথে তাল রেখে ব্যাকরণেরই দায়িত্ব ভাষা কাঠামোকে সমসাময়িকভাবে উপস্থাপন করা। কেননা, ভাষাতত্ত্ব ও সংজ্ঞার তোয়াক্কা না করে মানুষের মুখে মুখে বিকাশ লাভ করে। এরকম সব বিবেচনা মাথায় রেখেই হানা-রুথ টমসন ধ্বনিতত্ত্ব থেকে শুরু করে ক্রিয়ার কাল বা কারক-বিভক্তি কোন কিছুরই সংজ্ঞা পরিবেশন করার প্রয়োজন মনে করেননি। বরং মুখের ভাষার উদাহরণ উপস্থাপন করে সেগুলোর ব্যাকরণ ভিত্তিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তাতে করে পাঠকের পক্ষে ভাষার কাঠামো, উপাদান এবং বাক্যে ক্রিয়া ও অন্যান্য পদের বিন্যাস সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। টার্মিনলজি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এমন এক বৈশ্বিক ভঙ্গি ড. হানা বেছে নিয়েছেন যে, নানান ভাষার মানুষ তাদের নিজস্ব ব্যাকরণের ভাষায় বাংলাকে চিনে নিতে পারবে। গ্রন্থে সংযোজিত গ্লসেস এবং অ্যাপেন্ডিক্স পাঠককে সহায়তা করবে এটি পাঠের কার্যকর পদ্ধতি খুঁজে পেতে। বাংলা ভাষার উন্নয়নে ও বিকাশে নিরন্তর গবেষণায় রত প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের জন্য একটি আবশ্যকীয় আকর গ্রন্থ হানা-রুথ টমসনের *Bengali.*

১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে নাটোরের বড়াইগ্রামের নারী ও শিশুদের সঙ্গে নিজের তিন সন্তানসহ ড. হানা-রুথ টমসন

প্রতিদিনের ব্যবহার্য ভাষা থেকে উদাহরণ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণ উপস্থাপনের ফলে, ড. হানার ব্যাকরণ যে কোনো সাধারণ পাঠকের কাছেও ভীতিমুক্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে বিদেশীদের পাশাপাশি যে কোনো বাঙালির পক্ষেও আনন্দপূর্ণভাবে প্রতিদিনের যোগাযোগে ও জীবন যাপনে শোনা ও বলা কথার মধ্যে ব্যাকরণের চমকপ্রদ শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকরণ আর মুখস্তের বিষয় থাকে না, হয়ে ওঠে ভাষাকে আবিষ্কার, চেনা ও ভাষার বৈচিত্র্যকে উপভোগ করার উপায়।

ড. হানা-রুথ টমসনের *বেঙ্গলি* পড়তে একজন বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে বেজায় বিভ্রান্ত বোকা ভোঁতা শিক্ষার্থী মনে হয়। কেননা, কতো কায়ক্লেশেই না শিক্ষাজীবনের শুরুতে ঘোষ ধ্বনি-অঘোষ ধ্বনি, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়া, কারক-বিভক্তি, সন্ধি-সমাস ইত্যাদি মুখস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হয়েছে! অথচ ড. হানা তাঁর ব্যাকরণের কোথাও কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে—বরং স্পষ্ট করে নিত্যকার ব্যবহার্য ভাষার মধ্য থেকে বের করে করে ব্যাকরণের উপাদানগুলি চিনিয়ে দিয়েছেন, প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করেছেন। সার্বিক বিচারে ড. হানা-রুথ টমসনের *বেঙ্গলি* বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য অতীব সহায়ক গ্রন্থ হয়ে উঠেছে বৈকি।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, *বেঙ্গলি* শীর্ষক গ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাজপোষাকে সজ্জিত নাটোরের জোনাইল-বড়াইগ্রামের নারী ও শিশুদের সাথে হানা-রুথ টমসন ও তাঁর ৩ সন্তানের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে, যা বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।